45

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৫

টাঙ্গাইল পৌর এলাকা

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ

টাঙ্গাইল, ২০শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের ফলে দরিদ্র শ্রেণীর শত শত বিদ্যালয়গামী শিশুর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে সরকার ঘোষিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর-এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকায় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

শিক্ষাকে সার্বজনীন করা এবং শিক্ষিতের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক, চেয়ার-বেঞ্চ-আসবাবপত্র সকলই সরকারীভাবে সরবরাহ করা হয়। সকল শ্রেণীর জনগণের সন্তানরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা ঘোষণা করা হয়। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকারী বিধিনিষেধকে তোয়াক্কা না করে টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে নানা ধরনের ফি আদায় করে চলেছে। মাসিক, বাৎসরিক এবং সাময়িক বিভিন্ন ভিত্তিতে এসব অর্থ আদায় করা হয়। মাসিক ভিত্তিতে আদায়কৃত অর্থকে বেতন না বলে চাঁদা বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ভর্তি ফি, ব্যাজ ফি, গেম ফি, মিলাদ অথবা পূজা ফি ও দরিদ্র ফি নিয়মিত ভাবে আদায় করা হয়। এর উপরে বছরে তিনটি পরীক্ষার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংকের পরীক্ষার ফি আদায় করা হয়।

অভিভাবকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবৈধ অর্থ আদায়ের ব্যাপারে সরকারী মডেল প্রাইমারী স্কুল এবং বেপারীপাড়া হ্টার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকার আরো ৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায় চলছে। অভিভাবকরা স্থানীয় ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের কর্মকর্তাদের প্রতি আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। টাঙ্গাইল পৌরএলাকা বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায় করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম জানান তিনি এ সম্পর্কে জানেন এবং উল্লেখ করেন যে সরকারী বিধির আওতায়ই এসব অর্থ আদায় করা হয়। তার মতে, এর ফলে সার্বজনীন এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।